সাতদিন

১২ আগস্ট : চট্টগ্রামে জীবরান তায়েবী হত্যা মামলার রায় ঘোষণা। ৫ জনের যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান। শিল্পপতি তনয় ইয়াসিন রহমান টিটোসহ ৩ জনকে বেকসুর খালাস প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতিশীল ফটো সাংবাদিক মিজানুর রহমান নিউইয়র্কের কুইন্স কাউন্টির ওজন পার্কে স্প্যানিশ দুর্বৃত্তদের হাতে খুন হয়েছেন।

১৩ আগস্ট : বিচার বিভাগ পৃথকীকরণে সুপ্রিম কোর্টের ১২ দফা নির্দেশনা পৌনে ২ মাস পর দাখিল করা সরকারের মাসিক প্রতিবেদন আপিল বিভাগ প্রত্যাখ্যান করেছে। আদালত বলেছে, প্রতি মাসে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও পৌনে ২ মাস পর দেয়া প্রতিবেদনে ১২ দফা বাস্তবায়নে বাস্তবে কোনো কাজ করা হয়নি।

ঢাকাস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত মেরি অ্যান পিটার্স বলেছেন, বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ সামরিক মহড়া উভয় দেশের মধ্যে কোনো ধরনের সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার ইঙ্গিত বহন করে না।

১৪ আগস্ট : শীতলক্ষ্যা নদীতে ভেসে ওঠা স্কুলছাত্র বাপ্পীর লাশ উদ্ধার। ২০ আগস্টের মধ্যে চার্জশিট প্রদানের জন্য স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন।

রাজধানী ও আশপাশে ডেঙ্গু জ্বরে ১৩০ জন আক্রান্ত হয়েছে। সরকারি হিসাব অনুযায়ী এই সংখ্যা ৮৭ জন।

১৫ আগস্ট : অর্ধদিবস হরতাল, পুলিশের সঙ্গে মিছিলকারীর সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ২৭তম শাহাদত বার্ষিকী পালিত হয়েছে।

মালিবাগে মসজিদের জায়গা দখল নিয়ে সংঘর্ষে আনসারের গুলিতে ৪ জন নিহত। বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) বলেছে, বাংলাদেশের উচিত এ অঞ্চলের মধ্যে অবাধ বাণিজ্য ও ট্রানজিট ব্যবস্থা চালুর জন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১৬ আগস্ট : মানসিক ভারসাম্য হারানো দুবাই ফেরত উটের জকি আলম মাকে ফিরে পেয়েছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ৬ জনের মৃত্যু রহস্য উৎঘাটিত হয়েছে। মৃত্যুর কারণ কার্বন মনোঅক্সাইড বলে ভিসেরা রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়।

১৭ আগস্ট : রাজধানীতে ব্যবসায়ী, পুলিশসহ ৩জন খুন। ঘাতক শীর্ষ সন্ত্রাসী আলাউদ্দিনসহ ২ জন পালানোর সময় গণপিটুনিতে নিহত হয়েছে।

ঢাকা মহানগরবাসীর জন্য তারবিহীন ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ও ক্যাবল টিভি চালু করা হয়েছে।

১৮ আগস্ট : বিবিসিকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক বলেছেন, বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটির রিপোর্ট দেয়ার পরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার চিন্তা-ভাবনা করা হবে।

ডেঙ্গু নিয়ে প্রতারণা ব্যবসা

লিখেছেন **বদরুল আলম নাবিল**

ঘাতক রোগ ডেঙ্গু আতঙ্কে তটস্থ নগরবাসী। সরকার এবং সিটি কর্পোরেশন পরিপূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে ডেঙ্গুর বাহক এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ করতে। আশঙ্কাজনকভাবে দ্রুত বিস্তার ঘটছে এ রোগের। আতঙ্কগ্রস্ত মানুষ পথ খুঁজছে এই ঘাতক ব্যাধির হাত থেকে রক্ষা পাবার। এই দিশেহারা অসহায় মানুষকে নিয়ে প্রতারণার ফাঁদ পেতেছে এলোপ্যাথিক ও হোমিও ওষুধ ব্যবসায়ীরা।

গত ১৫ আগস্ট একটি দৈনিক পত্রিকায় 'ডেঙ্গু জ্বর থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়' শিরোনামে একটি রিপোর্ট প্রকাশ হয়। রিপোর্টে লেখা হয় ভিটামিন বি-১ (থিয়ামন) ৩০০ মিলিগ্রামের একটি ট্যাবলেট প্রতিদিন কেউ খেলে কোনো মশা তাকে কামড়াবে না। তথ্য সূত্র হিসেবে একটি ডেনিশ জার্নালের কথা বলা হলেও জার্নালটির নাম লেখা হয়নি। খবরটি প্রকাশ হওয়ার পর ওষুধ ব্যবসায়ীরা পত্রিকার খবরটি বড় করে ফটোকপি করে দোকানে দোকানে টানিয়ে রেখেছে। এরপর ভিটামিন বি-১-এর বিক্রিও বেড়ে গেছে কয়েকগুণ। পাগলের মতো মানুষই এই ঔষধটি কিনছে।

জাতীয় অধ্যাপক ডা. নূরুল ইসলাম এবং ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডা. এফএম সিদ্দিকী ২০০০কে এ বিষয়ে বলেন, 'এই তথ্য সত্য নয়। বাংলাদেশে ৩ বছর হলেও থাইল্যান্ড, মিয়ানমার, ভিয়েতনামসহ আমেরিকার একটি অংশে ২০ বছরের অধিক সময় থেকে ডেঙ্গু রোগ হচ্ছে। তাই ইউরোপ এবং আমেরিকার বিভিন্ন দেশে ডেঙ্গুর প্রতিষেধক আবিষ্কারের জন্য গবেষণা চলছে দীর্ঘ প্রায় ২ দশক থেকে। এখনো কেউ এ রোগের কোনো প্রতিষেধক আবিষ্কার করতে পারেনি।'

ডা. এফএম সিদ্দিকী বলেন, 'ভিটামিন বি-১ মূলত বেরিবেরি রোগের প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করে। এছাড়া স্নায়ুবিক সমস্যা দূর করার

পাবনা হোমিও হলের কর্মীরা ইউপ্রেট্রিয়াম পার্ফ বিক্রির জন্য প্রস্তুত করছে

ক্ষেত্রেও এটি কাজ করে। কিন্তু ডেঙ্গু রোগের সঙ্গে এর ন্যূনতম কোনো সম্পর্ক নেই। ডেঙ্গু রোগীর যদি শক না হয় তবে তা কেয়ারে রাখলে সাধারণ জ্বরের মতো কয়েক দিন পর এমনিতেই ভালো হয়ে যায়।

এদিকে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ বিক্রেতারা প্রচার করছে Eupator perf (ইউপ্রেট্রিয়াম পার্ফ) ডেঙ্গু রোগের প্রতিষোধক। পাবনা হোমিও হল, গ্রীন হোমিও এবং নিউ লাইফ হোমিও সহ প্রায় সব গুলো ছোট বড় হোমিও ওষুধ বিক্রিকারী প্রতিষ্ঠান জোরেশোরে প্রচার চালিয়ে বিক্রি করছে ইউপ্রেট্রিয়াম পার্ফ (ডেঙ্গুর প্রতিষেধক প্রতিষোধক হিসেবে)।

বিশিষ্ট হোমিও চিকিৎসক ডা. এসএন রশিদ ২০০০কে বলেছেন, 'ওটা কোনোভাবেই ডেঙ্গুর প্রতিষেধক নয়। ইউপ্রেট্রিয়াম পার্ফ হচ্ছে জ্বর এবং ব্যথানাশক ওষুধ। এলোপ্যাথিতেও যেমন এখন পর্যন্ত ডেঙ্গু প্রতিষেধক তৈরি হয়নি, তেমনি হোমিওতেও এর কোনো প্রতিষেধক নেই। কিছু ব্যবসায়ী শুধু ব্যবসা বৃদ্ধির জন্য এই অনৈতিক প্রচার চালিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে।'

তিনি বলেন, 'ডেঙ্গু হচ্ছে রক্ত দূষণজনিত সর্বাঙ্গীণ রক্তক্ষরণ। যার প্রাথমিক লক্ষণ হচ্ছে উচ্চ তাপমাত্রা বিশিষ্ট জ্বর। ডেঙ্গুর সবচেয়ে মারাত্মক অবস্থা হচ্ছে হেমোরেজিক। যাতে রক্তক্ষরণ হয়। এই রক্তক্ষরণ ঠেকানোর জন্য অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ মতো Lackesis (ল্যাকোসিস) এবং Crotelus horridas ক্রোটেলাস হরিডাস খাওয়া যেতে পারে। রোগের বর্ধিত অবস্থায় রক্তের জমাট বাঁধার ক্ষমতাকে বাড়ানোর জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি রক্তের অণুচক্রিকাকে বাড়িয়ে রোগীকে আরোগ্য করে।'

পাবনা হোমিও হলের মালিক ডা. উম্মে মরিয়মকে জিজ্ঞেস করছিলাম, ইউপ্রেট্রিয়াম পার্ফ যে ডেঙ্গু প্রতিষেধক তা আপনারা কিভাবে নিশ্চিত হলেন? তিনি উত্তরে বলেন, 'আমি তেমন কিছু জানি না, একটি হোমিও বইয়ে দেখেছি এটি ডেঙ্গু রোগে কাজ করে। এছাড়া ২০০০ সাল থেকে কয়েকবার পত্রপত্রিকায় বিষয়টি লেখা হয়েছে। কিন্তু আমরা এটি আসলেই কোনো কাজ করে কিনা পরীক্ষা করে দেখিনি। আরো অনেক হোমিও ফার্মেসিতে এটি ডেঙ্গুর প্রতিষেধক হিসেবে বিক্রি করা হচ্ছে, তাদের দেখে আমরাও বিক্রি করছি।'

যেভাবে প্রতারণার শুরু

২০০০ সালে প্রথম বাংলাদেশে ডেঙ্গু রোগ দেখা দেয়। সে বছর সুইস হোমিও চিকিৎসক ডা. ডেভিড লিটল তার ওয়েভসাইডে লেখেন, ইউপ্রেট্রিয়াম পার্ফ খেলে কেউ আর ডেঙ্গু আক্রান্ত হবে না। যথারীতি হোমিও ব্যবসায়ীরা পত্রিকায়

হোমিও ফার্মেসীতে ডেঙ্গুর প্রতিষেধকের নামে চলছে প্রতারণা

প্রেস বিজ্ঞপ্তি পাঠায়। এর মধ্যে একটি পত্রিকায় খবরটি ছাপা হয়। সে খবরটিকে পুঁজি করে হোমিও ব্যবসায়ীরা ব্যাপক প্রচারণা চালিয়ে ওষুধটি বিক্রি করে। অনেক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ওষুধটি ক্রয় করে পাড়ায় পাড়ায় বিনামূল্যে বিতরণ করে।

গত বছর এবং চলতি বছরেও একই রকম ঘটনা ঘটেছে। শুধু দোকানে নয়, বিভিন্ন স্কুলের সামনে হোমিও ওষুধ ব্যবসায়ীদের কর্মীরা গিয়ে এই ওষুধ বিক্রি করছে। সরকারের উচিত, বিশেজ্ঞ চিকিৎসকদের দ্বারা পরীক্ষা করিয়ে দেখা এটা আসলে কোনো প্রতিষেধক কি না। যদি ধোঁকাবাজি প্রমাণিত হয় তবে এই অসাধু ব্যবসায়ীদের শাস্তি দেয়া উচিত। কারণ এটা কোনো ছেলেখেলা নয়। এই অসাধু চক্রটির প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে মানুষ যদি ঐ ওষুধ খেয়ে ধরে নেয় তার আর ডেঙ্গু হবে না এবং এ রোগ সম্পর্কে সচেতন না থাকে, তবে মারাত্মক বিপর্যয় দেখা দিতে পারে।

সরকার এডিস মশা নিধনে ব্যর্থ হচ্ছে বলেই এসব প্রতারক ব্যবসায়ীরা প্রতারণার সুযোগ পাচ্ছে। এই প্রতারক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে সরকার দ্রুত ব্যবস্থা নেবে এই প্রত্যাশা সবারই।

THE INSTITUTE OF BANKERS, BANGLADESH
BSRS Bhaban (10th Floor), 12, Kawran Bazar, Dhaka

INVITATION OF ESSAYS

Essays of **"Ethics in Banking"** are invited from the Bangladeshi citizens irrespective of qualification and professions except the Councillors and employees of the institute for the 1st Essay Competition of the Institute of Bankers, Bangladesh.

* Essays must be approximately of 4500 to 5000 words in length and printed in one side of the paper by computer in 14 size font keeping $1^1/_2$ space in between lines.
* Essays must be written in English and four copies of the essay together with a copy in floppy disk must reach the Secretary General, the Institute of Bankers, Bangladesh, BSRS Bhaban (10th Floor), 12, Kawran Bazar, Tejgaon, Dhaka-1215, by 30 November, 2002 positively.
* The Essay Competition will carry cash prizes of Tk. 50,000.00, Tk. 40,000.00 and Tk. 30,000.00 for the essays adjudged to be 1st, 2nd and 3rd respectively.
* The Cover page of the essay will contain only the names and addresses of the competitors. Writing of names, addresses, etc. of the competitors anywhere else in the essay will disqualify the essays to be considered for the competition.
* The decision of the Council of the Institute will be final in determining the 1st, 2nd and 3d position of the essays.

Detailed terms and conditions of the competition may be collected from the undersigned either personally or through mail.

Mohammad Gousal Azam
Secretary General

জিবরান হত্যা মামলা

মূল আসামি খালাস

লিখেছেন চট্টগ্রাম থেকে **সুমি খান**

'টাকা থাকলে এদেশে কোনো আইন নেই— আমি Kill করে আমিই Save হয়ে যেতে পারি'— চট্টগ্রাম আদলত ভবন প্রাঙ্গণে মন্তব্য করলেন হতাশ এক আইনজীবী। চাঞ্চল্যকর তায়েবী হত্যা মামলার রায়ে বেকসুর খালাস পেয়েছে হত্যার কথিত মূল পরিকল্পনাকার ও মূল আসামি শিল্পপতি খলিলুর রহমানের পুত্র ইয়াসিন রহমান টিটুসহ ৩ জন। ১২ আগস্ট সোমবার চট্টগ্রাম মহানগর দায়রা জজ ফজলুল করিম বেলা ১১টা থেকে এ রায় শোনান দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত। ৯৭ পৃষ্ঠার এ রায় পড়া শুরু হয় ৬০ পৃষ্ঠা থেকে। বিচারকের রায়ে হত্যা মামলার মূল আসামিসহ তিনজনের বিরুদ্ধে উপযুক্ত তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহে ব্যর্থতার দায়ে তিরস্কার করা হয় মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তাকে। সেই সঙ্গে যেন প্রকারান্তরে স্বীকার করে নেয়া হয় মূল অপরাধীদের শাস্তি প্রদানে ব্যর্থতার দায়। ইশারায় বুঝিয়ে দেয়া হলো বিত্তের জোরে আইনের ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যেতে পারে দুর্ধর্ষ খুনিও। তবে এটাও সত্য, এ রায়কে এখনই চূড়ান্ত ভেবে তৃপ্তির ঢেঁকুর তোলার সুযোগ সীমিত।

ভারত-বাংলাদেশ যৌথ শিপিং কোম্পানি সেন্ট্রান্স মেরিটাইমের ম্যানেজার জিবরান তায়েবী (২৩) আগ্রাবাদ অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে ভাড়াটে খুনিদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হন। হত্যার পরপরই জিবরান তায়েবীর বাবা পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ বিভাগের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (স্টেট ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো) প্রথমবারের মতো চট্টগ্রাম আসেন। আইনি জটিলতা সেরে দেশে ফিরে যাবার পর দু'বার সাক্ষ্য দিতে এসেছিলেন চট্টগ্রামে। তবু রায় প্রভাবিত হতে পারে এই ভয় তার মধ্যেও ছিলো।

গত ১২-১১-০১, ১৩-১১-০১, ১৫-১১-০১ যথাক্রমে আইজিপি মোদাব্বির হোসেন চৌধুরী, প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী, আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদকে চিঠির মাধ্যমে আকুল আবেদন জানিয়েছেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এমএ কাদের খান (এএসপি সিআইডি) পি.পি মোহাম্মদ ফখরুদ্দিন চৌধুরী, ডেপুটি এটর্নি জেনারেল মোহাম্মদ ফারুককে এ হত্যা মামলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্বপদে পুনর্বহালের মাধ্যমে জিবরান হত্যা মামলার তদন্ত কাজ যেন সুষ্ঠুভাবে এগোয়। কারণ হিসেবে চিঠিতে উল্লেখ করা হয় এই হত্যাকান্ডের মূল পরিকল্পনাকারী টিটু দেশের বাইরে পলাতক এবং আসামির পিতা খলিলুর রহমান এ মামলা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করছেন। সেই সঙ্গে দ্রুততার সঙ্গে এবং দক্ষতার সঙ্গে এগুনো মামলার তদন্ত কাজ স্থবির করার উদ্দেশ্যেও খলিলুর রহমান অর্থ ঢালছেন প্রচুর। সেক্ষেত্রে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এমএ কাদের খান এ মামলার শুনানির শেষ মুহূর্তে পর্যন্ত অপরিহার্য বলে উল্লেখ করে টি.এ.খান লিখেন, '.... I seek your kind co-operation so that my poor dead child gets a fair trial…'

না, শেষ পর্যন্ত পুত্রহারা অসহায় পিতার আর্জি প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, আইনমন্ত্রী অথবা আইজিপি কারো কাছেই পৌঁছেনি। কারণ, সরকার বদলে গেছে— বদলেছে প্রশাসনের আগাপাশতলা। বাংলাদেশে এটাই নিয়ম। সুযোগমতো স্বার্থোদ্ধার করেছে খুনিচক্র। সিআইডি ইন্সপেক্টর কাদের খানের তৎপরতায় ইন্টারপোলের মাধ্যমে পলাতক আসামি টিটুকে দেশে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টাও অনেকটা এগিয়েছিলো। পরে সব কিছুই ভন্ডুল হয়ে যায় বলে সূত্রে প্রকাশ।

জিবরানের স্ত্রী তিতলী নন্দিনী গত ১২ আগস্ট রায় ঘোষণার পর টেলিফোনে চট্টগ্রামের সাংবাদিকদের অনুভূতি জানাতে গিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠে বলেন, 'আমি অন্যরকম ভেবেছিলাম। খুনি এভাবে পার পেয়ে যাবে ভাবিনি কখনো।' তিতলী কলকাতায় শ্বশুরবাড়িতেই জিবরানের স্মৃতি আগলে রয়েছেন। বিয়ের চার বছরের মধ্যে প্রবাসে এসে তিনি হারিয়েছেন তারুণ্যের সুন্দরতম দিনগুলোর একান্ত সাথী জিবরানকে। অথচ আইনের ফাঁক গলে বেরিয়ে গেল প্রকৃত খুনি।

গত ৯ জুন '৯৯ তিতলীর জন্মদিন। খুলশীর বাড়ির ঘরোয়া উৎসবে তাড়াহুড়ো করে ফিরছিলেন জিবরান তায়েবী। আগে থেকে ওঁৎ পেতে থাকা পেশাদার খুনিচক্র কিলার ওসমান, আলী আকবর দিদার, জিল্লুর রহমান জিল্লুর, জাহিদ হোসেন কিরণ, মোহাম্মদ সিদ্দিকসহ অন্যরা থামিয়ে দেয় আগ্রাবাদ চুং কিং চায়নিজ হোটেলের সামনে। প্রকাশ্য দিবালোকে জাহিদ হোসেন কিরণ রাইফেলের বাঁট দিয়ে গাড়ির কাচ ভেঙে ফেলে, অন্যান্যরা গুলি চালিয়ে হত্যা করে বলে সাক্ষীদের জবানবন্দি থেকে পড়ে শোনান

ডেস্‌টিনির প্রতিবাদ

'ডেস্‌টিনি: প্রতারণা ব্যবসায় কাজল, জিজিএনের উত্তরসূরি' শীর্ষক ৯ আগস্ট প্রকাশিত প্রচ্ছদ প্রতিবেদনের কিছু অংশের প্রতিবাদ করেছেন প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ খোরশেদ আলম। তার স্বাক্ষরিত প্রতিবাদলিপিতে তিনি লিখেছেন–

রিপোর্টার জয়ন্ত আচার্যের লেখা প্রতিবেদনটির বিভিন্ন অংশে ডেস্‌টিনি-২০০০ লিঃ-এর কার্যক্রম সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করা হয়েছে। অসঙ্গতিপূর্ণভাবে তথ্যের উল্লেখ করা হয়েছে। এটা ঠিক যে, রিপোর্টার ডেস্‌টিনি-২০০০ লিঃ-এর কার্যক্রম ও কর্মকৌশল সম্পর্কে জানার জন্য আমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। আমরাও পূর্ণ স্বচ্ছতা ও আন্তরিকতার সঙ্গে কোম্পানির কার্যক্রম এবং কর্মকৌশল সম্পর্কে তাকে অবহিত করেছি। কিন্তু তার রিপোর্টে আমাদের বক্তব্যের যথাযথ প্রতিফলন নেই।

আমরা আবারও স্পষ্টভাবে জানাচ্ছি, ডেস্‌টিনি-২০০০ লিঃ একটি পণ্য বিপণনকারী বাণিজ্যিক কোম্পানি। এখানে কোনো ধরনের প্রতারণার ন্যূনতম অবকাশ নেই। প্রকৃতপক্ষে আমাদের প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন ধরনের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য ও গৃহসামগ্রীর পরিবেশক।

প্রতিবেদনে উল্লেখিত সাড়ে ৩ হাজার টাকা সার্ভিস চার্জ নেয়ার বিষয়টি যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে তাতে পাঠক মাত্রই বিভ্রান্ত হতে পারেন। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের সার্ভিস চার্জ প্রদানের মাধ্যমে ব্যবসা শুরুর প্রক্রিয়াটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। ট্রেনিং ফি বাবদ সাড়ে ৩ হাজার টাকা ডিস্ট্রিবিউটরগণ স্বেচ্ছায় প্রদান করে থাকেন। তবে ৩১ জুলাই, ২০০২ থেকে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়েছে। বর্তমানে ডেস্‌টিনির বিপণন কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে পণ্যভিত্তিক করা হয়েছে।

প্রকাশিত রিপোর্টে ডেস্‌টিনি-২০০০ লিঃকে অত্যন্ত আপত্তিকরভাবে কোটচাঁদপুরের হুন্ডি কাজল ও নারায়ণ থাসের জিজিএনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

রিপোর্টে 'ডেস্‌টিনি : প্রতারণা ব্যবসায় কাজল, জিজিএনের উত্তরসূরি'-এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

প্রতিবেদকের ভাষ্য: জিজিএনের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ আসার পর জিজিএনের ব্যবসা নাজুক হয়ে পড়ে। এ সময় জিজিএনের সুবিধাভোগী উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, ডিস্ট্রিবিউটর বের হয়ে এসে গড়ে তোলে ডেস্‌টিনি-২০০০। ডেস্‌টিনির অফিসিয়াল হিসেবে ৩১ জুলাই পর্যন্ত ৮০ হাজার সদস্য ছিল। প্রতিবাদপত্রে স্বীকার করা হয়েছে প্রত্যেক সদস্যের কাছ থেকে ডেস্‌টিনি সাড়ে তিন হাজার টাকা সার্ভিস সার্জ নিয়েছে। প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে অনুসন্ধান, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, অর্থনীতিবিদদের সঙ্গে আলোচনা করে। প্রতিবেদনে অসঙ্গতি ও বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান করা হয়নি।

বিজ্ঞ জজ ফজলুল করিম। তবু 'তরুণ' বলে এই ৫ জন চার্জশিটভুক্ত আসামিকে চূড়ান্ত সাজা না দিয়ে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয় বলে উল্লেখ করেন তিনি। রায়ে আরো বলা হয় চার্জশিটভুক্ত অপর তিন আসামি টিটু, টিটুর খালাতো ভাই জাহাঙ্গীর, আলমগীরের বিরুদ্ধে পেশাদার সন্ত্রাসীদের টাকা দেবার তথ্য-প্রমাণ না হওয়ায় বেকসুর খালাস দেয়া হয়। রায়ের একটি অংশে সাক্ষীদের মধ্যে একজনের বক্তব্যে টিটু তার খালার বাড়ি গিয়ে খালাত ভাইকে পেশাদার খুনির সন্ধান দিতে বলে, সন্ধান দেবার পর এক ভারতীয় নাগরিককে হত্যার জন্যে চুক্তির উল্লেখ করা হয়।

ঘটনার নেপথ্যে টিটুর প্রতিহিংসাপরায়ণতা

উল্লেখ্য, চিটাগাং গ্রামার স্কুলের শিক্ষিকা তিতলী নন্দিনীর ছাত্রী শিল্পপতি একে শামসুদ্দীন খান (জাম্বো খান)-এর মেয়ে সামানজা খানের সঙ্গে জিবরানের সম্পর্ককে ইয়াসিন রহমান টিটু প্রতিহিংসার দৃষ্টিতে দেখে। পথের কাঁটা জিবরানকে সরানোর পরিকল্পনা করে '৯৭-এর শেষ থেকেই। এ প্রসঙ্গে তিতলীর ভাষ্য, '৯৭-এর শেষে এক প্রতিবেশীর বাড়ির জন্মদিনের অনুষ্ঠানে প্রথম টিটোকে দেখি এবং তর্জনী উঁচিয়ে সে জিবরানকে বলে 'হয় তুমি এদেশ ছাড়ো- otherwise I'll kill you!' আঁৎকে ওঠে তিতলী জিবরানকে নিয়ে সরে যায়। তারই ধারাবাহিকতায় শেষ পরিণতি জিবরান হত্যাকান্ড। হত্যাকান্ডের আগে অনবরত চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় এবং অশ্রাব্য ভাষায় টেলিফোনে টিটো জীবরানকে হুমকি দিতো বলেও তিতলী জানায় আদালতে। শিল্পপতি তনয় টিটুর জন্যে ধরা কি বাস্তবেই সরা? নাকি আইনের গতি সঠিক পথে ফিরবে?

আপিলের প্রচেষ্টা

গত ১৮ আগস্ট রাতে তদন্তকারী কর্মকর্তা কাদের খান সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'চাঞ্চল্যকর এ হত্যা মামলার চার্জশিটভুক্ত মূল আসামির শাস্তি দাবি করে আপিলের প্রচেষ্টা চলছে। সরকার যদি বাদী না হয় তবু সেই চেষ্টা হবে।' এদেশে কর্মসূত্রে আসা কোনো বিদেশীর জন্য এ ধরনের নির্মম হত্যাকান্ড এবং বিচারে খুনির স্বার্থোদ্ধার– সার্বিকভাবে ক্ষতিকর বলেই বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা।

খুনীদের অভয়রাণ্য দক্ষিণাঞ্চল

লিখেছেন যশোর থেকে **মামুন রহমান**

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে তৎপর শীর্ষ চরমপন্থি দল পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টির সাম্প্রতিক কর্মকান্ডে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি খোদ পুলিশ বাহিনীর মধ্যেও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে যারা প্রত্যন্ত অঞ্চলে কর্মরত রয়েছেন তাদের মধ্যেই এ শঙ্কা সবচেয়ে বেশি। ১৭ জুলাই বাগেরহাটে এক এসআইকে হত্যা ও ২২ জুলাই খুলনায় এক ফাঁড়ি ইনচার্জকে কুপিয়ে হত্যার চেষ্টা করার পর এ আতঙ্ক আরো ঘনীভূত হয়েছে। অবশ্য এ দুটি ঘটনাই এ শঙ্কার মূল কারণ নয়, পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টির ইতিপূর্বে দেয়া একটি বিবৃতিই এ উৎকণ্ঠাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। ২০০০ সালের ১৭ আগস্ট ছাড়া এক লিফলেটে পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টি পুলিশকে শ্রেণীশত্রু হিসেবে আখ্যায়িত করেছিল। খুলনার শীর্ষ আওয়ামী লীগ নেতা এসএমএ রব খুন হওয়ার পর তার দায়দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়ে দেয়া ঐ লিফলেটে পুলিশের উদ্দেশে বলা হয় '... গেরিলা যুদ্ধের সূচনাকে পুলিশ প্রশাসনের ওপর আক্রমণ কেন্দ্রীভূত করে সূচনাকে বিকাশে পরিণত করাই আমাদের বর্তমান প্রধান করণীয় কাজ। এ কাজে যারা বা যত বড় নেতা ও মহাপুরুষ বাধা হিসেবে আসুক না কেন, আজ হোক কাল হোক তাদের আমরা খতম করবোই। খুলনা বিভাগে সরকারি নির্দেশে বিপ্লব দমনে পুলিশ প্রশাসন আমাদের ওপর হিংস্র হায়েনার মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছে।' পার্টির শীর্ষ নেতা মাহমুদ হাসান শিমুল যশোরে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তারসহ পুলিশ সমাজবিরোধীদের ধরার জন্য ব্যাপক অভিযান চালালে পূর্ববাংলার কমিউনিস্টি পার্টি ঐ সময় বিবৃতিটি ছাড়ে। এ সময় তারা কোনো পুলিশের ওপর হামলা না করলেও এখন করছে। হামলার দায়-দায়িত্ব তারা স্বীকারও করেছে। বাগেরহাট পুলিশের হাতে আটক জাহিদ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দেয়া জবানবন্দিতে বলেছে, পার্টির সিদ্ধান্তেই চলুকাঠি ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই আলতাফকে হত্যা করা হয়েছে। কারণ তার কারণে পার্টির শীর্ষ নেতা আব্দুর রশিদসহ অন্য নেতা-কর্মীদের স্বাভাবিক চলাফেরা ব্যাহত হচ্ছিলো।

পুলিশ অফিসার খুন হওয়ার পর গোটা দক্ষিণাঞ্চলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণ মানুষ যেখানে আপদ-বিপদে পড়লে পুলিশের শরণাপন্ন হয়, সেখানে খোদ পুলিশ অফিসারই নিহত হওয়ায় তারা মারাত্মকভাবে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তাদের অবস্থা আরো খারাপ হয়ে যায়। এসআই আলতাফ খুন হওয়ার মাত্র ৫ দিন পর ২২ জুলাই খুলনার শ্রীফুলতলা ফাঁড়ির ইনচার্জ এএসআই ইদ্রিস আক্রান্ত হলো। দুর্বৃত্তরা তার শরীরের ২৫ স্থানে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপায়। তার অবস্থা এমন হয় যে, ২ শতাধিক স্থানে সেলাই দিতে হয়। তবে সৌভাগ্য ইদ্রিসের, তিনি প্রাণে বেঁচে যান। ইদ্রিসের ওপর হামলার কারণে সাধারণ মানুষ বেশি আতঙ্কিত হওয়ার কারণ হলো, এসআই আলতাফ খুন হওয়ার পর দক্ষিণাঞ্চল জুড়ে বাড়তি সতর্কাবস্থায় থাকে পুলিশ। অথচ তার মধ্যেই নতুন করে আক্রান্ত হন ইদ্রিস আলী। এ ঘটনার পর স্বাভাবিকভাবেই পুলিশ আরো সতর্কাবস্থা অবলম্বন করে। কিন্তু দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অপরাধ কমেনি। নতুন করে আর কোনো পুলিশ আক্রান্ত না হলেও দুর্বৃত্তদের

দে • য়া • ল • লি • পি

ভাইছা, ফিরিয়া আইসো

'জুলাই মাসে তোমার জন্মদিন গেল, তুমি এলে না। ১৭ আগস্ট তোমার পলায়নের এক বছর পূর্ণ হলো, তবু তুমি জানালে না, কোথায় আছ, কেমন আছ। সাপ্তাহিক ২০০০-এ তোমার ছবিসহ এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হলে দয়া করে যোগাযোগটা অন্তত করো। পালিয়ে যাওয়া, লুকিয়ে থাকা ক্লাস কমিটি তথা স্টিয়ারিং কমিটির সদস্যরা তোমার চিন্তায় নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে।' বিজ্ঞাপনের ঢং-এ ওপরের কথাগুলো লেখা হলেও এ কথা সত্যি যে ফেনীর জয়নাল হাজারী গত বছরের ১৭ আগস্ট তার মাস্টার পাড়ার শৈল কুটির ছেড়ে পালান, পরদিন রাতে গোঁফ, দাড়ি কেটে ধুতি পাঞ্জাবির ওপর বোরকা পরে দেশ ত্যাগ করে ত্রিপুরার বিলোনিয়া চলে যান। গত ডিসেম্বরে হাজারীর সাগরেদ শাহাবুদ্দিন হাজারীর পিস্তলসহ ত্রিপুরা পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হলে হাজারী কলকাতা চলে আসেন। কলকাতায় বসবাসরত বাংলাদেশীদের দেয়া খবর অনুযায়ী জুয়া খেলতে গিয়ে চুরি করার অপরাধে কলকাতার বন্ধুদের সঙ্গে মারামারি বাধে এবং হাজারী সাহেবের নাক ফেটে যায়, সামনের দুটো দাঁত পড়ে যায়। প্রায় ১৮ দিনের মতো তাকে থাকতে হয় কলকাতার 'বেলরিও' ক্লিনিকে। সর্বশেষ পাওয়া খবরে জানা গেছে, জয়নাল হাজারী রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়ে দক্ষিণ আলিগরের ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে আবেদন করেছেন।

গম নিয়ে গমগম

গম নিয়ে গম গম/করো একটু কম কম– সরকারের মনোভাব অনেকটা এমন হলেও গম নিয়ে পত্র-পত্রিকায় গম গম করা এখনো থামেনি। গম মন্ত্রী (খাদ্যমন্ত্রী) আ. আ. নোমান বলেছিলেন 'গমের ভেতর রাজনীতি ঢুকে গেছে।' দৈনিক প্রথম আলো লিখেছে, 'পাবনাবাসীরা এখন বলছেন গমের ভেতর আসলে বিএনপি ঢুকে গেছে।' তবে 'গেট'কে দেশবাসী খুব ভালোবাসে। বিয়ের সময় গেট টানানো হয়, পীরের ওরস কিংবা জনসভা অথবা নেতা-নেত্রীদের আমন্ত্রণ জানিয়ে সুদৃশ্য গেট বানানো হয়। আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট নিক্সন যে কেলেঙ্কারি করেছিলেন সেই 'ওয়াটার গেট' কেলেঙ্কারিকেও ভালোবেসে ফেলেছে সাংবাদিকরা। আর তাই এরশাদ ও এক বিচারপতির কথোপকথনের ক্যাসেট নিয়ে যে কেলেঙ্কারি হয়েছিলো, দৈনিক মানবজমিন তার নাম দিয়েছিলো 'ক্যাসেট গেট' কেলেঙ্কারি। আবার এই 'গেট'কে ভালোবেসেই গেল সপ্তাহে দৈনিক সংবাদে প্রকাশিত একটি সম্পাদকীয়র শিরোনাম হচ্ছে 'হুইট গেট (Wheat Gate) কেলেঙ্কারি।'

ওম বাবু বনাম নাদিম মোস্তফা

বিজ্ঞাপনের ঢঙে লেখাটা শুরু হয়েছিলো। বিজ্ঞাপন ফর্মেই সেটা শেষ করা যায়। বাংলাদেশ ব্যাংক তথা বিভিন্ন ব্যাংক এমন বিজ্ঞাপন দিতে পারে যে– 'ওম প্রকাশ আগারওয়াল ওরফে ওম বাবু শত কোটি টাকা নিয়ে পালিয়ে গেছেন। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত তিনি নিউ ইয়র্ক আছেন। যদি কোনো সহৃদয় প্রবাসী বাঙালি ওম বাবুর সন্ধান দিতে পারেন, তাকে আকর্ষণীয় পুরস্কার দেয়া হবে'। এদিকে রাজশাহীর বানেশ্বর কলেজের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সংসদ সদস্য নাদিম মোস্তফাকে সোনার মুকুট পরিয়ে দেয়া হয়। নাসির বিড়ি ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে গেছে কারণ সংবর্ধনার জন্য এক লাখ টাকা চাঁদা দাবি করা হয়েছিলো। চাঁদা নেয়া হয়েছিলো ব্যবসায়ী, চোরাচালানি এমন কি পুলিশের কাছ থেকে। ব্যাপারটা জেনে খালেদা জিয়া বিব্রত হন, নাদিম মোস্তফাকে ডেকে ধমকে দিলে নাদিম মোস্তফা জানিয়েছেন তিনি নিজেও বিব্রত। সে যাই হোক যে যে খাত থেকে চাঁদা নেয়া হয়েছে, সেই সেই খাতের চাঁদা ফিরিয়ে দেয়ার জন্য একটি নিলাম অনুষ্ঠান করা যেতে পারে। সেই নিলাম বিজ্ঞাপনের ভাষা হবে এমন– 'সংসদ সদস্য নাদিম মোস্তফার সোনার মুকুটটি নিলামে বিক্রি হবে। নাসির বিড়ি ফ্যাক্টরিকে অগ্রাধিকার দেয়া যাইতে পারে।'

অপতৎপরতা কমেনি এতটুকুও। তারা সমান তালে চালিয়ে যাচ্ছে খুন, গুম, ধর্ষণ, চাঁদাবাজিসহ অন্যান্য অপরাধমূলক কার্যকলাপ। ১৯ জুলাই যশোরের শার্শায় দুর্বৃত্তরা যুবলীগ কর্মী মনির হোসেনকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে এবং কেশবপুরে এক স্কুলছাত্র ওয়াহিদকে কিরিচ মেরে হত্যা করে। ২২ জুলাই চুয়াডাঙ্গায় খুন হন বিএনপি নেতা ও ঘের মালিক শাহাদত হোসেন। হত্যাকারীরা তার শরীর থেকে ২ হাত বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ২৩ জুলাই যশোরের বসুন্দিয়ায় ডাকাতি করে পালানোর সময় গণপিটুনিতে প্রাণ হারায় শামসু নামে এক ডাকাত। এরপর ২৪ জুলাই সন্ধ্যায় যশোরের চৌগাছায় কয়েশ' লোকের সামনে দুর্বৃত্তরা কুপিয়ে হত্যা করে আওয়ামী লীগ নেতা ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আশরাফ হোসেন আশাকে। তার ক্ষতবিক্ষত লাশ দেখে সাধারণ মানুষ আঁতকে ওঠে। ২৭ জুলাই কুষ্টিয়ায় পুলিশের সঙ্গে চরমপন্থিদের প্রায় এক ঘন্টা বন্দুকযুদ্ধ হয়। তবে পুলিশ শেষ পর্যন্ত একটি এসএমজি ও রাইফেলসহ ৩ জনকে আটক করে। ২৮ জুলাই চুয়াডাঙ্গা জেলার গাংনিতে খুন হন শামসুল হক নামে এক ব্যক্তি। ৩০ জুলাই খুলনার ডুমুরিয়ায় খুন হয় নিউ বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির ক্যাডার রাজ্জাক। তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। ৪ আগস্ট রাতে খুন হয় কুষ্টিয়া জেলার মীরপুর উপজেলার আইউব আলী। চরমপন্থিরা তাকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে হত্যা করে। আইউব নিজেও সন্ত্রাসী ছিলো। এরপর ৫ আগস্ট চুয়াডাঙ্গায় গুলি ও জবাই করে ২ জনকে হত্যা করা হয়। ভয়াবহ এই অবস্থার মধ্যে আরো ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটেছে গত ১২ আগস্ট রাতে যশোরের কেশবপুরে। ঐ রাতে চরমপন্থিরা পাঁজিয়া ও কলাগাছি বাজারে অস্ত্রশস্ত্রসহ হাজির হয়ে সাধারণ লোকজনকে জিম্মি করে পথসভা করে। এ সময় তারা ঐ উপজেলার পাঁজিয়া, গৌরিঘোনা ও সুদলাকাঠি ইউনিয়নকে মুক্ত এলাকা ঘোষণা করে সবাইকে হুঁশিয়ার করে দেয় এবং প্রতিপক্ষ বরুণ গ্রুপের বরুণ, আকবর, জামাল, আলিমুল, শফিক ও তৌহিদের নামে মৃত্যুদন্ড ঘোষণা করে চলে যায়। যাওয়ার সময় তারা অন্তত ৫০ রাউন্ড ফাঁকা গুলিবর্ষণ করে। এলাকাবাসীর মতে, ভয়াবহ এ ঘটনার পর তারা রাতে ঘুমাতে পারছেন না। সব সময় আতঙ্কের মধ্যে থাকতে হচ্ছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এ অবস্থা শুধু কেশবপুরে নয়, গোটা দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে। যেভাবে খুনোখুনি ও রাহাজানি হচ্ছে তাতে সব সময় তারা উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যে থাকছেন।

কুফা মালিবাগ, কুফা চার

'কুফা' জায়গা বলে যদি কিছু থাকে, তাহলে সেটা ঢাকার মালিবাগ। ২০০১ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি মালিবাগ হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়েছিলো। সাবেক এমপি ডা. ইকবালের মিছিল থেকে গুলি ছোঁড়া হলে একজন পুলিশ কনস্টেবলসহ মোট চারজন নিহত হয়েছিলেন। গেল সপ্তাহে মালিবাগে আনসারের গুলিতে আবারো চারজন নিহত হন। তবে এবার ঘাতক নাদান আনসার বাহিনী। যদিও প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া এই ঘটনায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছেন, বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। একটি ব্যাপার এখানে লক্ষণীয়। বর্তমান সরকার বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি বানাতে খুব ভালোবাসে। সাবেক সরকারের আমলে ঘটা বোমা হামলার ঘটনা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা, শেষমেশ মালিবাগের ঘটনা তদন্তেও বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কিন্তু গেল সপ্তাহে দৈনিক প্রথম আলোর রিপোর্ট অনুযায়ী বিচার বিভাগকে পৃথকীকরণের ব্যাপারে সরকার কেন যেন গড়িমসি করছে।

দ্রব্যমূল্যের পাগলা ঘোড়া

কিছু ঘোড়া এ দেশে বরাবরই বিখ্যাত। যেমন চিড়িয়াখানার ঘোড়া। বাংলা সিনেমার নায়ক তথা এফডিসির ঘোড়া। পুরনো ঢাকার ঘোড়ার গাড়ির ঘোড়া কিংবা পুলিশ বিভাগের স্বাস্থ্যবান ঘোড়া। তবে বিভিন্ন পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী সব ঘোড়াকে পিছু ফেলে দিয়েছে চাল-ডাল-মরিচ-শাক-সবজি-মাছ-মাংস তথা নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের পাগলা ঘোড়া।
গত সপ্তাহে সাপ্তাহিক ২০০০ তাদের প্রচ্ছদে কাঁচা মরিচের ভেতর খালেদা জিয়ার ছবি ছেপে (পাশে অবশ্য একটা পাকা মরিচও ছিলো, ভাগ্যিস সেখানে কারো ছবি ছাপা হয়নি) নিচে লিখেছে ' এ ঝাল কে সামলাবে?' আসলেও ১০০ টাকা কেজি কাঁচা মরিচ ক'জন কিনতে পারে?
তবে শ্রদ্ধাভাজন সাংবাদিক আতাউস সামাদ তার এক লেখায় এ ব্যাপারে একটা প্রশ্নবোধক সমাধান দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'আগে বড় পাঙ্গাশ, রুই, কাতলা বা আইড় মাছ শ'শ' টাকায় কিনে কয়েকজন মিলে ভাগ করে নিতাম। এখন কি গরীব মানুষদের কয়েকজনকে মিলে এক কেজি মরিচ কিনে তারপর ভাগাভাগি করে নিয়ে খেতে হবে?' হয়তো তাই। জোটবদ্ধ সরকার। জোটবদ্ধ কেনাকাটা, অতঃপর খাওয়া-দাওয়া।

বাপ্পী, তোর মৃত্যু আমায় অপরাধী করে দেয়!

এক লোক সাপের কামড়ে মারা গেছে। মৃতের ছেলেকে সান্ত্বনা জানাতে গেছে তার এক প্রতিবেশী। প্রতিবেশী জানতে চাইলো, 'কোথায় কামড় দিয়েছে সাপ? মৃতের ছেলে জানালো, বাবার কপালে। প্রতিবেশী দীর্ঘশ্বাস ফেলে সান্ত্বনা দেয়ার ভঙ্গিতে বললো, যাক, চোখটা অন্তত বেঁচেছে!
পুরনো এই কৌতুকের মতো বলা যায়, অপহৃত হয়ে খুন হবার আট দিন পর কাঁচপুর ব্রিজ থেকে খানিক দূরে শীতলক্ষ্যায় ভেসে উঠলো বাপ্পীর লাশ। বাপ্পীর পিতা পুলিশের সঙ্গে লাশ উদ্ধার ও শনাক্ত করতে গেলে সেখানে ভেঙে পড়ে এলাকাবাসী। বাপ্পীর বাবার মতো তারাও ভেঙে পড়ে কান্নায়। লাশ উদ্ধার, বাপ্পীকে তার বাবার কাছে ফিরিয়ে দেয়া, এ সব ব্যাপারে পুলিশের ভূমিকা দেখে যেন মনে হয়, যাক, বাপ্পীর লাশটা অন্তত পাওয়া গেছে। তার বাবা-মার প্রার্থনা অন্তত কবুল হয়েছে।
কিন্তু কারো কি মনে হয় না যে বাপ্পীর মৃত্যু আমাদের অপরাধী করে দেয়? কারো কি মনে হয় না যে ছোট ছেলে মেয়েদের নিয়ে চিন্তা-ভাবনাহীন শান্তি বা স্বস্তিতে থাকার দিন অপহৃত হয়ে গেছে আমাদের জীবন থেকে?

আহসান কবির